গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩ নং শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন (১০ম তলা) রমনা, ঢাকা।

নং- ০৩.০৯.০০০০.৬৬৬১.৫১.০০২.১৩-৯৩৮

তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ

সূত্র ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ডিও নং-২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০১.১৫-১৮৫, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ

সূত্রে বর্ণিত ডিও পত্রটি এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো । সংযুক্ত পত্র মোতাবেক আপনার সংস্হা এবং আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারসহ সকল ক্ষেত্রে পাটপণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তি ঃ ২(দুই) পৃষ্ঠা ।

(মোঃ শেখাবুর রহমান)
উপ-পরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৬২৮৪৩

নির্বাহী প্রধান
এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্ত সকল এনজিও ।

অনুলিপি ঃ

০১। জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও, ঢাকা ।
০২। ভারপ্রাপ্ত প্রোগ্রামার (তাঁকে ডিও পত্রটি ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো) ।
০৩। অফিস কপি ।

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the
People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিও নং: ২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০১.১৫-১৮৫

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৫ মে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

মহোদয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, একসময় পাট থেকে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। কিন্তু বিবিধ কারনে বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা কমে যাওয়া, কৃত্রিম তন্তুর ব্যাপক আবির্ভাব এবং পাটের মূল্য কমে যাওয়ায় চাষীরা পাট চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। দেশের পাটকলগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। তদপ্রেক্ষিতে পাটের সনাতনী ব্যবহার ছেড়ে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, ব্যবহার এবং বিপণনের ধারণা আসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বন্ধ পাটকলগুলো চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাশাপাশি পাট সেক্টরকে লাভজনক করার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। শতভাগ দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদন ও রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাটপণ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ রক্ষার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিনথেটিক পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক তন্তুজাত পণ্যের ব্যবহারে গুরুত্ব প্রদানের কারনেই আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০২। পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব। চারা গজানো থেকে আঁশ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১২০ দিন জমিতে থাকে। এই ১২০ দিন বায়ুমন্ডলে প্রতিনিয়ত নিঃসরিত ১২ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ এবং ১১ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। পাট গাছের শেকড় থেকে প্রতিটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। পাট পঁচে মাটিতে পরিণত হলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রতি একর জমিতে ঝড়ে পড়া পাটের পাতা থেকে প্রায় ২.৫ টন জৈব সার পাওয়া যায়।

০৩। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ প্রান্তিক চাষী এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) এর প্রায় ১ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমিকের জীবিকা ও কর্মসংস্থান পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়াও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে আরও প্রায় ৭০ হাজার লোক জড়িত রয়েছে। পাট খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের বিকল্প নেই। তাই দেশের পাটকলগুলো এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর উদ্যোক্তা বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে এগিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে এবং বিদেশে তা রপ্তানী ও দেশের বাজারে বিপণনের জন্য সরকারীভাবে বিজেএমসি, বেসরকারীভাবে বিজেএমএ ও বিজেএসএ এর সদস্যভূক্ত কিছু মিল এবং এ মন্ত্রণালয়াধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর উদ্যোক্তাগণ কাজ করে যাচ্ছে।

০৪। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে যেসব বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাটের তৈরী কাগজ, অফিস আইটেমস (বিজনেস কার্ড, ফাইল কভার, ম্যাগাজিন হোল্ডার, কার্ড হোল্ডার, পেপার হোল্ডার, বক্স ফাইল, পেন হোল্ডার, টিস্যু বক্স কভার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ইত্যাদি), বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ (সেমিনার ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লেডিস পার্টস, ওয়াটার ক্যারী ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ, পাসপোর্ট ব্যাগ, ভেনিটি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, গ্রোসারী ব্যাগ, সোল্ডার ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, সুটকেস, ব্রীফকেস, হ্যান্ড ব্যাগ, মানি ব্যাগ ইত্যাদি), পাটের সুতা, নার্সারী আইটেম (জুট টেপ, নার্সারী সীট ইত্যাদি), হোম টেক্সটাইল (বেড কভার, কুশন কভার, সোফা কভার, কম্বল, পর্দা, টেবিল রানার, টেবিল ম্যাট, কার্পেট, ডোর ম্যাট, শতরঞ্জি ইত্যাদি), পরিধেয় বস্ত্র (ব্লেজার, ফতুয়া, কটি, শাড়ী ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরণের সোপিস। উক্ত পণ্য সামগ্রীর বেশ কিছু পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী হচ্ছে। কিন্তু দেশীয় বাজারে এসকল পণ্যের বাজার খুবই সীমিত। ফলে এ খাতে উদ্যোক্তাগণ কাঙ্খিত সুবিধা পাচ্ছেন না। দেশীয় বাজারে উক্ত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত বহুমুখী পাটপণ্যের একটি তালিকা, সম্ভাব্য মূল্য ও প্রাপ্তির স্থান-এর বিবরণ এতদসঙ্গে সদয় অবগতির জন্য সংযুক্ত করা হলো। প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে www.motj.gov.bd ভিজিট করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

চলমান পাতা-০২

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the
People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫। চাহিদা অনুযায়ী নতুন পাটজাত পণ্য উদ্ভাবনে প্রতিনিয়ত নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত ও ফিল্ড ট্রায়ালে সফলভাবে পরীক্ষিত জুট জিও-টেক্সটাইলস্ (জেজিটি) পণ্যটি সম্পূর্ণ পাট দ্বারা তৈরী এক ধরণের কাপড়। নদীর পাড় ভাঙ্গন, পাহাড়ের ভূমিধ্বস রোধ ও মাটির ক্ষয়রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর মাধ্যমে ৫টি রাস্তা, ৩টি নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধ এবং ২টি পাহাড়ধ্বস রোধসহ মোট ১০টি ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্পেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (SWO) নদীর পাড় সংরক্ষণ ও পাহাড় ধ্বসরোধসহ উন্নয়মূলক কর্মকান্ডে জাতীয় স্বার্থে ব্যাপকভাবে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ ব্যবহার করতে পারে। এ লক্ষ্যে স্ব স্ব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেইট সিডিউলে ইহা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

০৬। পাট ও পাটপণ্যের বিষয়টি বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি দেশের সকল সরকারী/বেসরকারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল কলেজের পাঠ্যসূচীতে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ বিষয়টি যেমন বিশেষভাবে জানতে পারবে তেমনি এর বাস্তব প্রয়োগও বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করি।

০৭। বর্ণিত অবস্থায়, আপনার মন্ত্রণালয়, অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারসহ সকল ক্ষেত্রে পাটপণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনার ব্যাক্তিগত সহায়তা কামনা করছি।

২৫.৫.১৫
(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।